তারিখ ... 27 JAN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

কালের কণ্ঠ

শিক্ষকদের কর্মবিরতির প্রথম দিন

সরকারি কলেজগুলোতে ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিক্ষকদের কর্মবিরতির প্রথম দিনেই অচল হয়ে পড়েছে সরকারি কলেজগুলো। গতকাল মঙ্গলবার ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নেননি শিক্ষকরা। শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ এলেও ক্যাম্পাসে গল্পগুজব করে সময় কাটিয়ে ফিরে গেছে। আর শিক্ষকরা কলেজ চত্বরেই মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। ঢাকার বাইরে অন্য জেলার কলেজগুলোয় গতকাল পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালনের খবর পাওয়া গেছে। অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে অধ্যাপকদের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম অবনমনের প্রতিবাদ, সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহালসহ বেশ কিছু দাবিতে গতকাল থেকে তিন দিনের পূর্ণদিবস কর্মবিরতি শুরু করেছেন কলেজ শিক্ষকরা। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ডাকে সরকারি কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা, টিটি কলেজ, কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, শিক্ষা বোর্ড ও অধিদপ্তরে কর্মরত শিক্ষা ক্যাডারের প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তা এই কর্মসূচি পালন করছেন। আজ বুধবার ও আগামীকাল বৃহস্পতিবারও কর্মবিরতি চলবে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নাসরীন বেগম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের কাছে যে রিপোর্ট এসেছে তাতে সব সরকারি কলেজের শিক্ষকরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মসূচি পালন করেছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা পরবর্তী কর্মসূচিও চালিয়ে যাব। তিন দিনের কর্মবিরতি শেষে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে আমরা আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি চালিয়ে যাব। নতুন বেতন স্কেলে আমাদের বেতন বাড়লেও মর্যাদা কমেছে, যা শিক্ষকসমাজ মেনে নেবে না।'

কর্মবিরতির পর পরবর্তী কর্মসূচিগুলো হচ্ছে ৬ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবার ক্লাস বর্জন। এতেও দাবি আদায় না হলে ১১ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচি রয়েছে। সবশেষ ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লাস পরীক্ষা বর্জনসহ অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকরা তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরে বলেছেন, 'এখনো বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তারা পঞ্চম গ্রেড থেকে পদোন্নতি পেয়ে তৃতীয় গ্রেডে উন্নীত হন। কিন্তু শিক্ষা ক্যাডারের সহযোগী অধ্যাপকরা পঞ্চম গ্রেড থেকে চতুর্থ গ্রেডে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান, যা বৈষম্যমূলক। পদোন্নতির সুযোগ না থাকায় শিক্ষা ক্যাডারের অনেকেই সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে অবসরে যান। সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল না থাকায় এখন সহযোগী অধ্যাপকদের পঞ্চম গ্রেড থেকে অবসরে যেতে হবে।'

শিক্ষকদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য ক্যাডারের মতো পঞ্চম গ্রেডের সহযোগী অধ্যাপকরা পদোন্নতি পেয়ে অধ্যাপক পদে তৃতীয় গ্রেডে বেতন পাবেন এবং তা ১ জুলাই ২০১৫ থেকে কার্যকর হবে। এ ছাড়া মাউশি ও নায়েমের মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যান, জেলা সদরের অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের অধ্যক্ষের পদ ১ নম্বর গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। শিক্ষা প্রশাসনের পরিচালক পদগুলো, অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ পদ, শিক্ষা বোর্ডের সচিব ও এনসিটিবির সদস্যদের পদ দ্বিতীয় গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। অনার্স ও মাস্টার্স কলেজের প্রতিটি বিভাগে দুজন করে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করতে হবে। এর মধ্যে একজনকে দ্বিতীয় গ্রেডের সিনিয়র অধ্যাপকের পদমর্যাদা দিতে হবে। সহযোগী অধ্যাপকদের বেতন স্কেল চতুর্থ গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। সুপার নিউমারারি পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্পব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বহাল রাখতে হবে।

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিষয়ে বিবৃতি : স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু এক বিবৃতিতে অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন নিয়ে বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের বিভ্রান্ত না হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'আশা করছি ফেব্রুয়ারির বেতন আমাদের নতুন স্কেলেই দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে বকেয়া ও এরিয়ারসহ দেওয়া হবে।'

তিন দিনের কর্মবিরতি শেষ হলে ৬ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবার ক্লাস বর্জনের কর্মসূচি

অষ্টম জাতীয় বেতন কাঠামোতে অধ্যাপকদের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম অবনমনের প্রতিবাদ